পাখিপুরাণ

ঝর্না রহমান

১ তখনো ফোটেনি সকালের আলো পাখিরা ওঠেনি জেগে
রাত্রি শেষের স্বপ্নের গুঁড়ো দু'চোখে রয়েছে লেগে
অকথিত কিছু কবিতার ভাষা এখনো কল্পলোকে
অনুচ্চারিত কথাগুলো ফোটে আমাদের চোখে চোখে।

২. পাখিটি ডাকছে—আমার পাখিটি সবুজ পাতার ফাঁকে
আকাশে মাটিতে সুরসিম্ফনি সন্ধ্যার গান ভাসে
পাখির পালকে গোধূলির রঙ কখনও কি লেগে থাকে?
তোমার কবিতা রঙ ছুঁড়ে দেয় সকালের ক্যানভাসে।

৩. একটি পাখি সকালবেলা—একটি পাখি রাতে
একটি পাখি শিস দিয়ে যায় ভোরের অপেক্ষাতে
ভোরের পাখি গাইছে নতুন উদ্বোধনী গান
নিত্য আমার দুই চোখে দুই পাখির অধিষ্ঠান।

৪. আকাশের সাথে পাখিটির সাথে সখ্য
দিন শেষে তবু মাটির পৃথিবী লক্ষ্য
নাম ধরে সেই পাখিটাকে কেউ ডাকছে
মাটি তার বুকে প্রিয় নাম লিখে রাখছে।

৫. পাখিরা ঘুমায় চৈতালি চাঁদ চেয়ে আছে চুপ করে
নির্ঘুম রাতে ব্যাগ্র দু'বাহু বাসনাকে স্তূপ করে
তোমাকে চাইছি নির্জনতায় তীব্র আলিঙ্গনে
তোমাকে চাইছি সমস্তটাই আশ্লেষে চুম্বনে।

দেহতত্ত্বে কোমল গান্ধার

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

নীল পরীদের দেশে তুমি কোন্ মায়া মেঘ ছায়ার সঙ্গিনী?

অদৃশ্য আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে যাও ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ বোম
ছোঁয়া পেয়ে জেগে ওঠে মাংসল শরীর
কথা বলে অনুময় প্রাণময় এবং বিজ্ঞানময় কোষ
জ্যোৎস্না ও রৌদ্রোজ্বল সম্পূর্ণ মানুষ।

এক সময় অন্তর্গত রক্তের ভিতরে নিভৃতে মন্দিরা বাজে
শুরু হয় অন্তর বিপ্লব
চমকে ওঠে সমাজ বিপ্লবী
নাস্তিক মুহূর্তগুলি হাসতে থাকে কাছে আসে অনাত্মীয় হাওয়া
দেহতত্ত্বে সাংকেতিক ভাষাগুলি অক্ষর সাজায়
অক্ষরে অক্ষরে সুর শূন্যের ভিতর
বৃষ্টিতে ভিজে যায়—ভিজে গেলে চতুর মস্তিষ্কে আলোড়ন।

নীল পরীদের দেশে তুমি মায়া মেঘ কোন্ ছায়ার সঙ্গিনী?
তোমার স্পর্শে বাজে ধূলায় ধূলায় এক আশ্চর্য রাগিনী
যে রাগিনী জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করে চাঁদের পাহাড় আর
খুলে দেয় কুমারীর বেণী
ঋতুগন্ধে পূর্ণ করে উল্কির বাগান।
শরীরে শরীর ভাঙে নিবিড় উত্তাপে গলে পরিপূর্ণ মোম...
দেহতত্ত্বে কোমল গান্ধার ছন্দ আনন্দ লহরী তুলে

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ বোম।

নির্জন

সুকুমার চৌধুরী

একা হয়ে উঠি, খুব নিস্তরঙ্গ একা
শুধু যাঁরা ছায়াছন্ন, অমোঘ আতুর - আসে
আজন্ম নাছোড় যারা - আসে

একটু একটু করে কেটে ফেলি ভিড়
যাঁরা চায় নি এতদিন
ভুল করে তাদেরও ডাকি না আর

ডাকা কি জরুরি
মাঝে মাঝে ভাবি

কত যে দিগন্তে ঘুরি
একা বোকা, পাহাড়ে, আলোয়
কেউ তো সুগন্ধি কার্ড কোনোদিন
পাঠায় নি আমায়

তাই ছায়াছন্নতায় থাকি। মগ্নতায় থাকি
ভালো থাকি, আর সকলের জন্য
নির্জনতা ছেনে ছেনে
আমার শুভেচ্ছা নির্মাণ করি,
কবিতা রচনা করে রাখি...

পাউচ সভ্যতা

সুকুমার চৌধুরী

পাউচ সভ্যতা নিয়ে কোনোদিন লেখা হবে
স্যাশে কবিতা
খুব দেরি নেই
রচনাবলীর দিন শেষ হয়ে এলো।

ফিরে আসি।
ব্যাচেলার জিনসের অসংখ্য পকেটে
ঝমঝম বেজে ওঠে পাউচ বাজার
শ্যাম্পু ও টুথপেষ্ট, কুরকুরে, নীল কন্ডোম
ফুডগ্রেন, মশলা আচার, মাইক্রো চিপস
ক্যামেরা ও মৃদু সেল, ঝালমুড়ি, কারারা লেএস....

ফিরে আসি।
রিমোটের শান্ত আর বিশ্বস্ত বাটমে।
স্যাশেতে ভরিয়ে রাখি অণু দিনলিপি

রচনাবলীর দিন শেষ হয়ে এলো

মাদুরমানুষ

সুকুমার চৌধুরী

মানুষ গুটিয়ে যায়। মানুষ
গোটাতে থাকে, লুকোয়, পালায়।
গোটানো মানুষ আমার ভালো লাগে না।

কেন গুটোয়? তাও ভাবি।
লজ্জা, ভয়, হীনমন্যতার গ্লানি।
কি দিয়ে গুটিয়ে যায় মানুষমাদুর। চুপিসারে
ঢুকে যায় আবডালে, আঁধারে, কোনায়।

কি ভাবে সে? লজ্জা তার শুধুই একার।
আর কারও নেই ভয়ডর? হীনমন্যতার কোনো
যথার্থ কারণ আজো আবিস্কৃত হয় নি ভুবনে।

মানুষ বোঝে না। সে শুধু
গোটাতে থাকে, লুকোয়, পালায়।

গোটানো মানুষ আমার ভালো লাগে না।